অষ্টবিংশতি অধ্যায়

বরুণালয় থেকে নন্দ মহারাজকে উদ্ধার

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে—কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ মহারাজকে বরুণের আলয় থেকে ফিরিয়ে আনলেন এবং কিভাবে গোপগণ বৈকুণ্ঠ দর্শন করেছিলেন।

গোপরাজ নন্দ মহারাজ শুক্ল পক্ষের একাদশীতে উপবাস পালন করে ভাবছিলেন—কেমন করে দ্বাদশীর দিন তিনি যথাযথভাবে উপবাস ভঙ্গ করবেন। ঘটনাক্রমে দ্বাদশী শেষ হতে কয়েক কলা মাত্র সময় অবশিষ্ট ছিল, এবং তাই শেষ রাত্রে, যদিও জ্যোতিষ মতে সেটি ছিল অশুভ মুহূর্ত, তিনি স্নান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই তিনি যমুনার জলে নামলেন। সাগর দেবতা বরুণের এক সেবক লক্ষ্য করেন যে, নন্দ মহারাজ শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রহরে জলে নামছেন আর তাই তাকে ধরে বরুণ দেবতার আলয়ে সে নিয়ে গেল। প্রভাতে গোপগণ নন্দ মহারাজকে অন্বেষণ করে ব্যর্থ হলেন, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে বরুণদেবকে দর্শন করতে গেলেন। বরুণ মহা উৎসবে ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। তারপর তিনি তাঁর সেবকের অজ্ঞতাবশত গোপরাজকে গ্রেফতারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

বরুণদেবের সভায় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব দর্শন করে নন্দ মহারাজ বিস্মিত হয়েছিলেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন করে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা মিত্রবর্গ ও আত্মীয়দের বর্ণনা করলেন। তাঁরা সকলেই মনে করলেন—শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং আর তাই তাঁর পরম ধাম দর্শন করতে চাইলেন। সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান যে হ্রদে অক্রূরকে ব্রহ্ম-দর্শন করিয়েছিলেন, সেই একই হ্রদে তাঁদের সকলের স্নানের আয়োজন করলেন। ভগবান সেখানে তাঁদের মহান ঋষিরা যোগ-সমাধির মাধ্যমে যে ব্রহ্মলোক উপলব্ধি করেন, তাঁদের কাছে তা প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণি উবাচ

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্য জনার্দনম্ ।
স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীবাদরায়ণি (শুকদেব গোস্বামী) বললেন; **একাদশ্যাম্**—একাদশীর দিন; **নিরাহারঃ**—উপবাস; **সমভ্যর্চ্য**—পূজা করে; **জনার্দনম্**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীজনার্দনের; **স্নাতুম্**—স্নান করবার উদ্দেশ্যে (উপবাস ভঙ্গের

পূর্বে যা করার বিধি); **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **তু**—কিন্তু; **কালিন্দ্যাম্**—যমুনা নদীতে; **দ্বাদশ্যাম্**—দ্বাদশীর দিন; **জলম্**—জলে; **আবিশৎ**—প্রবেশ করলেন।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—একাদশীর দিন উপবাস ও শ্রীজনার্দনের পূজা করে দ্বাদশীর দিন স্নান করবার জন্য নন্দ মহারাজ কালিন্দীর জলে নামলেন।

শ্লোক ২

তং গৃহীত্বানয়দ্ ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোঽন্তিকম্ ।
অবজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি ॥ ২ ॥

তম্—তাঁকে; **গৃহীত্বা**—ধরে; **অনয়ৎ**—নিয়ে এল; **ভৃত্যঃ**—এক সেবক; **বরুণস্য**—সাগরদেব বরুণের; **অসুরঃ**—অসুর; **অন্তিকম্**—সমীপে (তার প্রভুর); **অবজ্ঞায়**—অবজ্ঞাকারী; **আসুরীম্**—অশুভ; **বেলাম্**—সময়; **প্রবিষ্টম্**—প্রবেশ করায়; **উদকম্**—জলে; **নিশি**—রাত্রিকালে।

অনুবাদ

যেহেতু অশুভ সময় অবজ্ঞা করে রাত্রিকালে নন্দ মহারাজ জলে নেমেছিলেন, তাই বরুণের এক আসুরিক সেবক তাঁকে ধরে তার প্রভুর কাছে নিয়ে গেল।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ দ্বাদশীর দিন উপবাস ভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন যার মাত্র আর কিছু সময় বাকি ছিল। তাই ভোরের আগেই এক অশুভ সময়ে তিনি স্নান করার জন্য জলে নেমেছিলেন।

বরুণের যে সেবকটি নন্দ মহারাজকে গ্রেফতার করেছিল, সঙ্গত কারণেই তাকে *অসুর* বা দানব বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত সেবকটি পরম ব্রহ্মের পিতা রূপে নন্দ মহারাজের অবস্থান বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। তাছাড়াও, নন্দ মহারাজের উদ্দেশ্যটি ছিল শাস্ত্র নির্দেশ পালন করা; তাই উদ্দেশ্যগত কারণে অশুভ সময়ে যমুনার জলে স্নান করার জন্য নন্দ মহারাজকে গ্রেফতার করা বরুণের সেবকের উচিত হয়নি। পরে এই অধ্যায়ে স্বয়ং বরুণ বলবেন, *অজানতা মামকেন মূঢ়েন* অর্থাৎ "আমার অনভিজ্ঞ ও মূঢ় সেবকের দ্বারা এটা হয়েছে।" এই মূর্খ সেবকটি কৃষ্ণ বা নন্দ মহারাজ বা ভগবৎ-ভক্তির অবস্থান বিষয়ে অবগত ছিল না।

অবশেষে বেশ বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ বরুণকে তাঁর নিজ রূপ দর্শন করাতে চেয়েছিলেন এবং একই সাথে অন্যান্য শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলিও সাধন করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে এই অপূর্ব লীলা এখন প্রকাশিত হবে।

শ্লোক ৩

চুক্রুশুস্তমপশ্যন্ত্যঃ কৃষ্ণ রামেতি গোপকাঃ ।
ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতম্ ।
তদন্তিকং গতো রাজন্ স্বানামভয়দো বিভুঃ ॥ ৩ ॥

চুক্রুশুঃ—তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করছিলেন; **তম্**—তাঁকে, নন্দকে; **অপশ্যন্তঃ**—দেখতে না পেয়ে; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **রাম**—হে রাম; **ইতি**—এইভাবে; **গোপকাঃ**—গোপগণ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ; **তৎ**—সেই; **উপশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **পিতরম্**—তাঁর পিতা; **বরুণ**—বরুণ দ্বারা; **আহৃতম্**—অপহৃত; **তৎ**—বরুণের; **অন্তিকম্**—সমীপে; **গতঃ**—গমন করলেন; **রাজন্**—হে রাজা পরীক্ষিৎ; **স্বানাম্**—তাঁর নিজ ভক্তদের; **অভয়**—নির্ভয়তা; **দঃ**—দানকারী; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান।

অনুবাদ

হে রাজন্, নন্দ মহারাজকে দেখতে না পেয়ে গোপগণ, "হে কৃষ্ণ! হে রাম।" বলে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করেছিলেন। তাঁদের চিৎকার শুনে শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন যে, তাঁর পিতাকে বরুণ অপহরণ করেছেন। অতঃপর ভক্তকে অভয়দানকারী সর্বশক্তিমান ভগবান বরুণদেবের সভায় গমন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, নন্দ মহারাজ যখন নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন, কয়েকজন গোপও তাঁর সঙ্গী ছিলেন। নন্দ মহারাজকে জল থেকে উঠে আসতে না দেখে তারা চিৎকার শুরু করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেখানে চলে এলেন। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতাকে মুক্ত করার দৃঢ় মানসে এবং অন্যান্য গোপগণকে এক সামান্য দেবতার ভয় থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে জলে প্রবেশ করে বরুণদেবের রাজসভায় গমন করলেন।

শ্লোক ৪

প্রাপ্তং বীক্ষ্য হৃষীকেশং লোকপালঃ সপর্যয়া ।
মহত্যা পূজয়িত্বাহ তদ্দর্শনমহোৎসবঃ ॥ ৪ ॥

প্রাপ্তম্—আগত; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **হৃষীকেশম্**—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ; **লোক**—সেই গ্রহের (জল ভাগের); **পালঃ**—অধীশ্বর (বরুণ); **সপর্যয়া**—শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন সহ; **মহত্যা**—বিস্তারিত; **পূজয়িত্বা**—পূজা করে; **আহ**—বললেন; **তৎ**—ভগবান কৃষ্ণের; **দর্শন**—দর্শন পেয়ে; **মহা**—পরম; **উৎসবঃ**—আনন্দের।

অনুবাদ

ভগবান হৃষীকেশকে সমাগত দেখে বরুণ দেবতা বিস্তৃত উপচারে তাঁর পূজা করলেন। ভগবানকে দর্শন করে বরুণদেব পরমানন্দিত স্তরে ছিলেন এবং তিনি বললেন।

শ্লোক ৫

শ্রীবরুণ উবাচ

অদ্য মে নিভৃতো দেহোঽদ্যৈবার্থোঽধিগতঃ প্রভো ।
ত্বৎপাদভাজো ভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীবরুণঃ উবাচ—শ্রীবরুণ বললেন; **অদ্য**—আজ; **মে**—আমার; **নিভৃতঃ**—ধারণ সার্থক হল; **দেহঃ**—আমার জড় দেহ; **অদ্য**—আজ; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **অর্থঃ**—জীবনের উদ্দেশ্য; **অধিগতঃ**—প্রাপ্ত হলাম; **প্রভো**—হে প্রভু; **ত্বৎ**—আপনার; **পাদ**—পাদপদ্মদ্বয়; **ভাজঃ**—সেবকগণ; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **অবাপুঃ**—প্রাপ্ত হয়; **পারম্**—মোক্ষ; **অধ্বনঃ**—পথের (জড় অস্তিত্বের)।

অনুবাদ

শ্রীবরুণ বললেন—এখন আমার দেহধারণ সার্থক হল। প্রকৃতপক্ষে, হে প্রভু, এখন আমার জীবনের উদ্দেশ্য আমি বুঝলাম। হে ভগবান, যাঁরা আপনার পাদপদ্মদ্বয় গ্রহণ করেন, তাঁরা জড় অস্তিত্বের পথ অতিক্রম করতে পারেন।

তাৎপর্য

বরুণ এখানে অভিভূতভাবে বললেন যে, ভগবান কৃষ্ণের পরম সুন্দর দেহ দর্শন করে তাঁর জড় দেহ ধারণের বিড়ম্বনা আজ সার্থক হল। প্রকৃতপক্ষে *অর্থ*, তথা বরুণের জীবনের প্রকৃত মূল্য বা উদ্দেশ্য আজ অর্জিত হল। যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ চিন্ময়, তাই যাঁরা তাঁর পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁরা এই জড় অস্তিত্বের সীমা অতিক্রম করতে পারেন, এবং কেবলমাত্র পারমার্থিক জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিরাই মনে করে যে, ভগবানের পাদপদ্মদ্বয় জড়বস্তু।

শ্লোক ৬

নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ।
ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা ॥ ৬ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ভগবতে**—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে; **ব্রহ্মণে**—পরম ব্রহ্ম; **পরম-আত্মনে**—পরমাত্মা; **ন**—না; **যত্র**—

যাঁর মাঝে; **শ্রূয়তে**—শোনা যায়; **মায়া**—মায়াময় শক্তি; **লোক**—এই জগতের; **সৃষ্টি**—সৃষ্টি; **বিকল্পনা**—আয়োজনকারী।

অনুবাদ

হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, জগৎ সৃষ্টি সমন্বয় সাধনকারী মায়া-শক্তির চিহ্ন মাত্র যাঁর মধ্যে পাওয়া যায় না, সেই আপনাকে আমি প্রণাম নিবেদন করি।

তাৎপর্য

শ্রূয়তে শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। *শ্রুতি* বা বৈদিক সাহিত্য স্বয়ং ভগবান বা তাঁর উন্নত প্রতিনিধিগণের প্রামাণ্য বচনে পূর্ণ। তাই ভগবান কিম্বা সুবিদিত পারমার্থিক তত্ত্ববেত্তাগণ কখনই বলবেন না যে, পরম-ব্রহ্ম, পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে মায়া-দোষ রয়েছে। শ্রীল শ্রীধর স্বামী দেখিয়েছেন যে, *ব্রহ্মণে* শব্দটি এখানে ভগবানের স্বয়ংসম্পূর্ণতা নির্দেশ করছে, এবং *পরমাত্মনে* পদটি নির্দেশ করছে যে, তিনি সকল জীবের নিয়ন্তা। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে আমরা জড়জাগতিক মায়ার কোন প্রভাব দেখতে পাই না।

শ্লোক ৭

অজানতা মামকেন মূঢ়েনাকার্যবেদিনা ।
আনিতোঽয়ং তব পিতা তদ্ ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৭ ॥

অজানতা—না জেনে; **মামকেন**—আমার ভৃত্য দ্বারা; **মূঢ়েন**—মূর্খ; **আকার্য-বেদিনা**—কর্তব্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ; **আনীতঃ**—নিয়ে এসেছে; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি; **তব**—আপনার; **পিতা**—পিতা; **তৎ**—সেই; **ভবান্**—আপনি; **ক্ষন্তুম্-অর্হতি**—ক্ষমা করুন।

অনুবাদ

আপনার পিতা যিনি এখানে বসে আছেন, তাঁকে আমার এক মূর্খ অনভিজ্ঞ সেবক যথাকর্তব্য না বুঝে নিয়ে এসেছে। তাই কৃপা করে আমাদের ক্ষমা করুন।

তাৎপর্য

অয়ম্ শব্দটি, অর্থাৎ "এই ব্যক্তি" পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করছে যে, বরুণ যখন কথা বলছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, বরুণ নন্দ মহারাজকে একটি রত্নখচিত সিংহাসনে বসিয়েছিলেন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজে তাঁর পূজা করেছিলেন।

কার্যত, সূর্যোদয়ের পূর্বে জলে নেমে নন্দ মহারাজ ঠিকই করেছিলেন। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল জীব গোস্বামী নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন—আঠারো ঘণ্টা পরিমাপের এক বিশেষ হ্রস্ব একাদশীর পর, প্রায় ছয় ঘণ্টা যে চান্দ্র দিন থাকে তার মধ্যে দ্বাদশীর পারণ করতে হয়, তা ইতিপূর্বে ভোরের আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু সূর্যোদয়ে উপবাসভঙ্গের যথার্থ সময় পার হয়ে যেত, তাই নন্দ মহারাজ অনন্যোপায় হয়ে অশুভ আসুরী সময়েই জলে নামতে মনস্থ করেছিলেন।

অবশ্যই কঠোরভাবে বৈদিক আচার অনুষ্ঠান পালনকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এইসব আচার-বিচার বিষয়ে বরুণের সেবকের সচেতন থাকা উচিত ছিল। সর্বোপরি, নন্দ মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের পিতা রূপে লীলা করছিলেন, তাই তিনি ছিলেন বরুণের মূঢ় সেবকের মতো নগণ্য বিশ্বব্যাপী আমলাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক পরম পবিত্র পুরুষ।

শ্লোক ৮

মমাপ্যনুগ্রহং কৃষ্ণ কর্তুমর্হস্যশেষদৃক্ ।
গোবিন্দ নীয়তামেষ পিতা তে পিতৃবৎসল ॥ ৮ ॥

মম—আমার প্রতি; **অপি**—ও; **অনুগ্রহম্**—কৃপা; **কৃষ্ণ**—হে শ্রীকৃষ্ণ; **কর্তুম্ অর্হসি**—করুন; **অশেষ**—সমস্ত কিছুর; **দৃক্**—দর্শনকারী; **গোবিন্দ**—হে গোবিন্দ; **নীয়তাম্**—তাঁকে নিয়ে যান; **এষঃ**—এই; **পিতা**—পিতা; **তে**—আপনার; **পিতৃ-বৎসল**—পিতৃবৎসল।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ, হে সর্বদর্শী, দয়া করে আপনি আমাকেও কৃপা করুন। হে গোবিন্দ, আপনি অত্যন্ত পিতৃবৎসল। তাঁকে গৃহে নিয়ে যান।

শ্লোক ৯

শ্রীশুক উবাচ

এবং প্রসাদিতঃ কৃষ্ণো ভগবানীশ্বরেশ্বরঃ ।
আদায়াগাৎ স্বপিতরং বন্ধূনাং চাবহন্ মুদম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **প্রসাদিতঃ**—সন্তুষ্ট; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঈশ্বর**—সমস্ত নিয়ন্তাগণের; **ঈশ্বরঃ**

—পরম নিয়ন্তা; আদায়—নিয়ে; অগাৎ—গমন করলেন; স্ব-পিতরম্—তাঁর পিতা; বন্ধূনাম্—তাঁর আত্মীয়গণের; চ—এবং; আবহন্—উৎপাদনকারী; মুদম্—আনন্দ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বরুণদেবের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পিতাকে নিয়ে গৃহে ফিরে গেলেন। সেখানে তাঁদের দর্শন করে তাঁদের আত্মীয়গণ আনন্দিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই লীলায় সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বররূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরম পদের সুমহান প্রদর্শন করেছিলেন। অত্যন্ত শক্তিশালী সাগর দেবতা বরুণও শ্রীকৃষ্ণের পিতার পূজা করে আনন্দিত হয়েছিলেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কথা আর কী বলার আছে।

শ্লোক ১০

নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্ ।
কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোঽব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

নন্দঃ—নন্দ মহারাজ; তু—এবং; অতীন্দ্রিয়ম্—অদৃষ্টপূর্ব; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; লোক-পাল—সমুদ্র গ্রহের অধিষ্ঠাতৃ বিগ্রহ বরুণ; মহা-উদয়ম্—মহা ঐশ্বর্য; কৃষ্ণে—কৃষ্ণের প্রতি; চ—এবং; সন্নতিম্—প্রণতি নিবেদন; তেষাম্—তাঁদের দ্বারা (বরুণ ও তাঁর অনুগামীরা); জ্ঞাতিভ্যঃ—তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ; বিস্মিতঃ—বিস্মিত; অব্রবীৎ—বললেন।

অনুবাদ

সাগর-রাজ বরুণের অদৃষ্টপূর্ব মহাঐশ্বর্য এবং বরুণ ও তাঁর সেবকরা কিভাবে কৃষ্ণের প্রতি বিনীত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, তা দর্শন করে নন্দ মহারাজ বিস্মিত হয়েছিলেন। নন্দ তাঁর সঙ্গী গোপগণকে এই সমস্ত কিছু বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১১

তে চৌৎসুক্যধিয়ো রাজন্ মত্বা গোপাস্তমীশ্বরম্ ।
অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

তে—তারা; চ—এবং; ঔৎসুক্য—পূর্ণ আগ্রহ সহকারে; ধিয়ঃ—তাদের মন; রাজন্—হে রাজা পরীক্ষিৎ; মত্বা—মনে করে; গোপাঃ—গোপগণ; তম্—তাঁকে; ঈশ্বরম্—পরমেশ্বর ভগবান; অপি—সম্ভবত; নঃ—আমাদের; স্ব-গতিম্—তাঁর নিজ ধাম; সূক্ষ্মাম্—চিন্ময়; উপাধাস্যৎ—প্রদান করবেন; অধীশ্বরঃ—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

(বরুণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করে) হে রাজন্, গোপগণ অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ চিত্তে বিবেচনা করলেন যে, কৃষ্ণ অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান। তাঁরা ভাবলেন, "পরমেশ্বর ভগবান কি তাঁর চিন্ময় ধাম আমাদের প্রদান করবেন?"

তাৎপর্য

কৃষ্ণ কিভাবে তাঁর পিতাকে উদ্ধার করার জন্য বরুণালয় গমন করেছিলেন, তা শ্রবণ করবার জন্য গোপগণ পরম উৎসুক হয়েছিলেন। সহসা তারা হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তারা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গেই জীবন যাপন করছেন, তাই তাঁদের বর্তমান জীবন শেষ করার পর, সৎগতি লাভের বিষয়ে, তাঁরা আনন্দে নিজেদের মধ্যে অনুমান করছিলেন।

শ্লোক ১২

ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিলদৃক্ স্বয়ম্ ।
সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ ॥ ১২ ॥

ইতি—এইরূপ; **স্বানাম্**—তাঁর নিজ ভক্তদের; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিজ্ঞায়**—অবগত হয়ে; **অখিল-দৃক্**—সর্বদর্শী; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **সঙ্কল্প**—অভীষ্ট; **সিদ্ধয়ে**—পূরণের জন্য; **তেষাম্**—তাদের; **কৃপয়া**—অনুগ্রহবশত; **এতৎ**—এই (পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত); **অচিন্তয়ৎ**—ভাবলেন।

অনুবাদ

সর্বদর্শী পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপগণের অনুমান অবগত হয়ে তাঁদের অভীষ্ট পূরণের জন্য তাঁদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করতে চেয়ে এরূপ ভাবলেন।

শ্লোক ১৩

জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকাম্ কর্মভিঃ ।
উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্ ॥ ১৩ ॥

জনঃ—সাধারণ মানুষ; **বৈ**—অবশ্যই; **লোক**—জগতে; **এতস্মিন্**—এই; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানতা; **কাম**—কাম; **কর্মভিঃ**—কর্ম দ্বারা; **উচ্চ**—উচ্চ; **অবচাসু**—নীচ; **গতিষু**—গতি; **ন বেদ**—হৃদয়ঙ্গম না করে; **স্বাম্**—তার নিজ; **গতিম্**—গতি; **ভ্রমন্**—ভ্রমণ করে।

অনুবাদ

(শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন—) এই জগতে মানুষ অবশ্যই অবিদ্যা এবং কাম কর্ম দ্বারা উচ্চ এবং নীচ গতি প্রাপ্ত হয়ে ভ্রমণ করে। তাই লোকে তাদের প্রকৃত গন্তব্য-লক্ষ্য জানে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি কিভাবে ভগবদ্ধাম, বৃন্দাবনের নিত্য মুক্ত অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, শ্রীল জীব গোস্বামী তা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* মৌলিক দার্শনিক সূত্রগুলির একটি হল দু' ধরনের মায়ার পার্থক্য, *যোগমায়া* এবং *মহামায়া*, যথাক্রমে অস্তিত্বের চিন্ময় ও জাগতিক স্তর। কৃষ্ণ ভগবান, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, অসমোর্ধ্ব হলেও, চিৎ-জগতে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ তাঁকে এতই ভালবাসেন যে, তাঁদের প্রিয় শিশু, সখা, প্রেমিক ইত্যাদি রূপে তাঁরা তাঁকে দর্শন করেন। তাদের প্রেম ভাবাবেগ সামান্য শ্রদ্ধার সীমাও যাতে অতিক্রম করে যেতে পারে, তাই তাঁরা ভুলে যান যে, কৃষ্ণ সকল ব্রহ্মাণ্ডেরই পরমেশ্বর ভগবান, আর এইভাবে তাদের শুদ্ধ, অন্তরঙ্গ প্রেম অনন্তভাবে বিস্তার লাভ করে। কৃষ্ণকে নিরীহ শিশু, সুপুরুষ বন্ধু অথবা খেলার সাথী রূপে মনে করার মতো তাদের কার্যাবলীকে কেউ *অবিদ্যা* অর্থাৎ কৃষ্ণ যে ভগবান সেই সম্বন্ধে অজ্ঞতার প্রকাশ বলে বিবেচনা করতে পারে, কিন্তু বৃন্দাবনবাসীদের কাছে প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের ঐশ্বরিক মহিমা গৌণ ও গুরুত্বহীন, তাঁরা কৃষ্ণের প্রকাশমানতার যে মূল বৈশিষ্ট্য, তাঁর সেই পরম সৌন্দর্যে গভীরভাবে আগ্রহান্বিত।

আসলে, শ্রীকৃষ্ণকে পরম নিয়ন্তা ও ভগবান রূপে বর্ণনা করা যেন শক্তি ও নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ক্রমিক এক ধরনের রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মতো। যেখানে কোন সত্তা তার থেকে উন্নত কোন সত্তার প্রেমে সম্পূর্ণ শরণাগত নয়, সেখানে এই ধরনের বিশ্লেষণ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যভাবে বলতে গেলে, নিয়ন্ত্রণ তখনই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে বা বোঝা যায় যে, এটি নিয়ন্ত্রণ, যখন সেই নিয়ন্ত্রণের কোন প্রতিরোধ থাকে। একটি সাধারণ উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে—কোনও সৎ, আইনমান্যকারী নাগরিক পুলিশকে তাঁর বন্ধু বা শুভানুধ্যায়ীরূপেই দেখে অথচ কোনও অপরাধী তাকে শাস্তির ভয়ানক প্রতীক রূপে দর্শন করে। যারা সরকারের নীতি নিয়মে উৎসাহিত, তারা কখনও মনে করে না যে, সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে, বরং তাদের সাহায্য করছে বলেই মনে করে।

এইভাবে, যারা শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য ও লীলা দ্বারা সম্পূর্ণ মুগ্ধ নয়, তারা "নিয়ন্তা" এবং তাই "পরমেশ্বর ভগবান" রূপেই দেখে। যাঁরা কৃষ্ণ প্রেমে পূর্ণ, তাঁর বিনীত,

আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যসমূহে মগ্ন, তাঁর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের স্বভাবগত কারণে শ্রীকৃষ্ণের নিয়ন্ত্রণ শক্তিকে তাঁরা তেমন লক্ষ্য করেন না।

ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হওয়ার চাইতে ব্রজবাসীরা যে ভগবৎ-চেতনার নিম্নতম স্তর অতিক্রম করেছিলেন, তার একটি সাধারণ প্রমাণ হচ্ছে ভগবানের সমগ্র লীলায় তাঁরা প্রায়ই "মনে করতেন" যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। কিন্তু যেহেতু তাঁরা কৃষ্ণকে তাঁদের বন্ধু, প্রেমিক ইত্যাদি ভাবে দর্শন করে সম্পূর্ণ সেই ভাবে মগ্ন থাকতেন, তাই সাধারণত ঐ ধরনের "মনে করার" সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বিস্মিত হয়ে যেতেন।

চলিত রীতি অনুযায়ী *কাম* শব্দটি জাগতিক আকাঙ্ক্ষা নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অথবা তীব্র জাগতিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত কোন প্রগাঢ় পারমার্থিক বাসনা বোঝায়। এই দুই শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা হল—জাগতিক আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে স্বার্থপর বা আত্ম-সন্তুষ্টিকর; কিন্তু পারমার্থিক আকাঙ্ক্ষা স্বার্থপরতা মুক্ত, তা সম্পূর্ণত অন্যের, অর্থাৎ ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য। এইভাবে বৃন্দাবনবাসীরা কেবলমাত্র তাঁদের প্রিয় কৃষ্ণের সুখের জন্য তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্ম করতেন।

মনে রাখা উচিত যে, জীবকে তার গৃহে ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য আকর্ষিত করাই শ্রীকৃষ্ণের এই জগতে অবতরণের সামগ্রিক উদ্দেশ্য। এর জন্য দুটি বিষয়ের প্রয়োজন—তাঁর পূর্ণ পারমার্থিক সৌন্দর্যময় লীলা-প্রদর্শন এবং যেভাবেই হোক তা যেন এই জগতের বদ্ধ জীবের কাছে আকর্ষণীয় ও প্রাসঙ্গিক মনে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কিশোর অভিনেতার মতো লীলা করেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর নিত্য ভক্তদেরও তাঁর নাটকীয় উপস্থাপনায় যুক্ত করেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ এখানে চিন্তা করেন যে, এই জগতের মানুষ নিশ্চয়ই তাদের পরমগতি সম্বন্ধে জানে না এবং সুস্পষ্ট কৌতুকবশত তিনি এই জগতের গোপ গ্রামের সাধারণ বাসিন্দার মতো অভিনয়কারী তাঁর নিত্য মুক্ত পার্ষদগণের সম্বন্ধেও সেইভাবে চিন্তা করেছিলেন।

সাধারণ মানুষ ও কৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ ভেদে এই শ্লোকের দ্বৈত অর্থ রয়েছে। সাধারণ মানুষদের প্রসঙ্গে কৃষ্ণ এখানে সরাসরি ও নির্দিষ্টভাবে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, মানুষ সাধারণভাবেই অজ্ঞ এবং তারা গুরুত্বসহকারে তাদের পরমগতির কথা বিবেচনা করে না। অজ্ঞতা ও কামবশত কর্ম করার ফলে জীব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করে চলেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত অল্প, সাধারণ কথাতেই অনেক গভীর ও জটিল বিষয় বলতে সমর্থ। আমরা কত সৌভাগ্যবান যে, বিভিন্ন

লোক তাঁকে যেমন মনে করে যে তিনি শক্তির শুষ্ক আধার, অজ্ঞেয়, দীপ্যমান বিন্দু—তিনি এসব কিছুই নন। তিনি ভগবদ্ধামের পরম বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব, পূর্ণগুণাবলী সম্পন্ন, পরম পুরুষ এবং তাঁর অত্যুৎকৃষ্ট বচন ভঙ্গিই প্রমাণ করে যে নিশ্চিতভাবে আমরা যা পারি তিনি তা আরো ভালভাবে করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো হরিঃ ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি—এই সকল কথা; **সঞ্চিন্ত্য**—চিন্তা করে; **ভগবান্**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **মহা-কারুণিকঃ**—পরম কৃপাময়; **হরিঃ**—ভগবান হরি; **দর্শয়াম্ আস**—দর্শন করালেন; **লোকম্**—বৈকুণ্ঠ গ্রহ; **স্বম্**—তাঁর নিজ, **গোপানাম্**—গোপদের; **তমসঃ**—জাগতিক অন্ধকার; **পরম**—অতীত।

অনুবাদ

গভীরভাবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরম কৃপাময় পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি, জাগতিক অন্ধকারের অতীত তাঁর ধামকে গোপগণের নিকট প্রকাশিত করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে এটি পরিষ্কার যে, পরম-ব্রহ্ম তাঁর আপন নিত্য আলয়ে বাস করেন। আমরা সকলেই আমাদের চারদিকে শান্তি ও সুন্দরতার সঙ্গে যতটা সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করার চেষ্টা করি। তা হলে কিভাবে আমরা কোন যুক্তিতে আমাদের স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবানের রাজত্ব বলে মানুষের কাছে পরিচিত পরম সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় বাসস্থানকে ঈর্ষা করব?

শ্লোক ১৫

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

সত্যম্—অবিনাশী; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **অনন্তম্**—অসীম; **যৎ**—যা; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **সনাতনম্**—নিত্য; **যৎ**—যা; **হি**—বস্তুত; **পশ্যন্তি**—দর্শন করেন; **মুনয়ঃ**—ঋষিগণ; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ; **অপায়ে**—যখন তা শান্ত হয়; **সমাহিত**—সমাহিত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ অবিনাশী চিন্ময় জ্যোতি প্রকাশিত করলেন যা অসীম, জ্ঞানময় ও নিত্য। ঋষিগণ, তাঁদের চেতনা জড়া-প্রকৃতির গুণ মুক্ত হলে সমাধিমগ্ন অবস্থায় এই চিন্ময় সত্তা দর্শন করেন।

তাৎপর্য

চতুর্দশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনবাসীদের কাছে তাঁর নিজ ধাম, চিন্ময় গ্রহ কৃষ্ণলোক প্রকাশ করেছিলেন। এটি এবং অন্যান্য অসংখ্য বৈকুণ্ঠ গ্রহ *ব্রহ্মজ্যোতি* নামক এক অনন্ত দিব্য আলোর সমুদ্রে ভাসমান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই দিব্য আলোই চিন্ময় আকাশ, যা কৃষ্ণও স্বাভাবিকভাবে বৃন্দাবনবাসীদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। যেমন, আমরা যদি কোন শিশুকে চাঁদ দেখাতে চাই, আমরা বলি "আকাশের দিকে তাকাও। দেখ, আকাশে চাঁদ দেখ।" তেমনই শ্রীকৃষ্ণ বিশাল চিন্ময় আকাশকে বৃন্দাবনবাসীদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। তবে, চতুর্দশ শ্লোক এবং পরবর্তী ষোড়শ শ্লোকে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবানের পার্ষদগণের প্রকৃত গন্তব্যস্থান তাঁর নিজ দিব্য গ্রহ।

শ্লোক ১৬

তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ ।
দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা ॥ ১৬ ॥

তে—তারা; **তু**—এবং; **ব্রহ্ম-হ্রদম্**—ব্রহ্ম-হ্রদে; **নীতাঃ**—আনীত হলেন; **মগ্নাঃ**—মগ্ন; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **চ**—এবং; **উদ্ধৃতাঃ**—উদ্ধার কৃত; **দদৃশুঃ**—তাঁরা দেখলেন; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মের; **লোকম্**—চিন্ময় জগৎ; **যত্র**—যেখানে; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **অধ্যগাৎ**—দর্শন করলেন; **পুরা**—পূর্বে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ গোপদের ব্রহ্ম-হ্রদে এনে তাঁদের জলমগ্ন করলেন এবং তারপর তাঁদের সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। সেই একই স্থান থেকে, যেখানে অক্রূর চিজ্জগৎ দর্শন করেছিলেন, গোপগণও ব্রহ্মলোক দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

পঞ্চদশ শ্লোকে *ব্রহ্মজ্যোতি* নামক অসীম বিস্তৃতিসম্পন্ন দিব্য আলোককে ব্রহ্ম-হ্রদ নামক একটি হ্রদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেই হ্রদে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে নিমজ্জিত করেছিলেন অর্থাৎ তিনি তাঁদের নির্বিশেষ ব্রহ্ম চেতনায় নিমজ্জিত করেছিলেন। কিন্তু তারপরেই, *উদ্ধৃতাঃ* শব্দটি দ্বারা যেমন নির্দেশ করা হয়েছে

যে, পরমেশ্বর ভগবানের নিজ গ্রহগত উন্নত উপলব্ধিতে তিনি তাঁদের তুলে নিয়েছিলেন। এখানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকম্*—তাঁরা চিন্ময় ব্রহ্মলোক দর্শন করলেন, ঠিক যেভাবে অক্রূর দেখেছিলেন।

চেতনার বিবর্তনকে এইভাবে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা যেতে পারে—সাধারণ চেতনায় আমরা বিভিন্ন জড় বস্তুর প্রতি আকর্ষিত হয়ে সেগুলিকে গ্রহণ করি। পারমার্থিক চেতনার প্রথম স্তরে উন্নীত হবার পর আমরা জাগতিক বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে, পরিবর্তে সবকিছুর কারণ ও বহু অস্তিত্ব প্রদানকারী এক ও অভিন্ন তত্ত্বে স্থিত হই। চূড়ান্তভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতে উন্নীত হয়ে আমরা জানতে পারি যে, পরম-তত্ত্ব নিত্য বৈচিত্র্যময়। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু এই জগৎ নিত্য অস্তিত্বের ছায়া মাত্র, তাই আমরা পরম-তত্ত্বের দিব্য বৈচিত্র্য লাভের আশা করি আর নিঃসন্দেহে *শ্রীমদ্ভাগবতের* পবিত্র শ্লোকসমূহে আমরা তা পাই।

বিচক্ষণ পাঠকগণ লক্ষ্য করে থাকবেন যে, গোপগণের সঙ্গে বর্তমান ঘটনার পরে অক্রূর-বিষয়কলীলা ভাগবতে স্থান পেয়েছে, কিন্তু শুকদেব গোস্বামী বলছেন, অক্রূর বৈকুণ্ঠ দর্শন করেছিলেন *পুরা* অর্থাৎ 'ইতিপূর্বে'। এর কারণ—শুকদেব গোস্বামী ও মহারাজ পরীক্ষিতের এই কথোপকথনের বহু বছর আগেই এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটেছিল।

শ্লোক ১৭

নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনিবৃতাঃ ।
কৃষ্ণং চ তত্রচ্ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥ ১৭ ॥

নন্দ-আদয়ঃ—নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণ; **তু**—এবং; **তম্**—সেই; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **পরম**—পরম; **আনন্দ**—আনন্দ; **নিবৃতাঃ**—অভিভূত হয়ে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—এবং; **তত্র**—সেখানে; **ছন্দোভিঃ**—বৈদিক মন্ত্র দ্বারা; **স্তূয়মানম্**—স্তুতি করছিলেন; **সু**—অত্যন্ত; **বিস্মিতাঃ**—বিস্মিত।

অনুবাদ

সেই চিন্ময় ধাম দর্শন করে নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণ পরম আনন্দ অনুভব করলেন। তাঁর স্তব-রত মূর্তিমান বেদগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে সেখানে উপস্থিত দেখে তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও বৃন্দাবনবাসীগণ নিজেদের সাধারণ মানুষ বলেই বিবেচনা করতেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের অসাধারণ সৌভাগ্য সম্বন্ধে তাঁদের অবগত করাতে চেয়েছিলেন। তাই

যমুনা নদীর এক হ্রদের মধ্যে ভগবান তাঁর নিজ ধাম তাঁদের প্রদর্শন করালেন। তাঁদের নিজেদের মর্ত্য বৃন্দাবনের মতোই একই পারমার্থিক পরিবেশে পূর্ণ ভগবৎ-সাম্রাজ্য দর্শন করে এবং তাঁদের বৃন্দাবনে যেমন ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন তেমনি চিন্ময় জগতের অধীশ্বর রূপেও তাঁকে উপস্থিত দর্শন করে গোপগণ বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নির্দিষ্টভাবে বলছেন যে, এই সমস্ত শ্লোকসমূহে দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে---শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে কেবলমাত্র নমুনা বৈকুণ্ঠ-গ্রহ প্রদর্শন করেন নি, বরং তিনি অন্য যে কারুর চেয়ে কৃষ্ণকে বেশি ভালবাসেন যাঁরা, সেই বৃন্দাবনবাসীদের প্রকৃত গৃহ, পরম নিত্য ধাম কৃষ্ণলোক প্রকাশিত করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'বরুণালয় থেকে নন্দ মহারাজকে উদ্ধার' নামক অষ্টবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।